



# পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

এপ্রিল-মে ২০২৩

## বাংলাদেশ জাতিসংঘ পানি সম্মেলনের সহসভাপতি নির্বাচিত



জাতিসংঘ সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

২০২৩ সালের জাতিসংঘ পানি সম্মেলনের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। ২২ মার্চ, ২০২৩ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সম্মেলনের উদ্বোধনকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্বাচন ঘোষণা করা হয়।

বিগত ৫০ বছরে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত এটি প্রথম আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, এর আওতাধীন বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য সকল অংশীজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈশ্বিক পানি বিষয়ক কর্মসূচির বাস্তবায়নে

কাজক্ষিত অগ্রগতি অর্জন।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল মুহিত বলেন, এই সহ-সভাপতি পদে বাংলাদেশের নির্বাচন জাতিসংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের দক্ষ নেতৃত্বের ওপর বিশ্ব সম্প্রদায়ের গভীর আস্থা রই প্রতিফলন। এই অর্জন বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত পানি বিষয়ক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিশ্বব্যাপী চলমান প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করার নেতৃত্ব প্রদানে সহায়তা করবে। রাষ্ট্রদূত মুহিত আরো বলেন, এই নির্বাচন বৈশ্বিক

পানি বিষয়ক এজেন্ডায় আমাদের জাতীয় অধিকারগুলি অর্জনের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২২ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত এ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে এ সম্মেলনে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকসহ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

## মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন



সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণ

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মল্লিক সাঈদ মাহবুব, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) নূরুল আলমসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও বাংলাদেশ পানি



ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এস,এম আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ রমজান আলী প্রামানিক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এস,এম

শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞাসহ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ

সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

## হাওরে ৯৫ ভাগ বাঁধের কাজ সম্পন্ন হয়েছে

- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী



পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা পরিদর্শন করেন

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, 'হাওরে ৯৫ ভাগ বাঁধের কাজ সম্পন্ন হয়েছে' সুনির্দিষ্ট ডেটলাইন দিয়ে হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। হাওরের স্থায়ী বাঁধ বা নদী খননের প্রকল্প খুব ব্যয়বহুল। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে অনেক সময় লাগে। বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করার আগে বিশেষজ্ঞ সমীক্ষার প্রয়োজন হয়। হাওরে টেকসই কাজে তড়িঘড়ি করা যাবে না। ১৫ মার্চ সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বরাম হাওরের তুফানখালী ফসলরক্ষা বাঁধ পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। তিন বছর ধরে বৈশ্বিক মন্দা চলছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন,

'বাংলাদেশ মন্দার বাইরে নয়। মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রকল্প অনুমোদন দিচ্ছেন। হাওরের কাজ থেমে নেই, চলছে। এ জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ভবিষ্যতে হাওরের উন্নয়নের জন্য ভালো প্রকল্প নেওয়া হবে। শিগগির হাওর এলাকার ১৯টি নদী খননের প্রকল্প নেওয়া হবে। সে জন্য কাজ চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাঁধ নিয়ে এত কথা হবে না।'

এ সময় উপস্থিত ছিলেন-সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য শামীমা আক্তার খানম, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মল্লিক সাঈদ মাহবুব, জেলা প্রশাসক দিদারের আলম মোহাম্মদ মাকসুদ

চৌধুরী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহিদুল ইসলাম, পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী খুশি মোহন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামী, সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার। পরে প্রতিমন্ত্রী দিরাই ও শাল্লা উপজেলার টাংনির হাওর, জলডোবা, জয়পুর উদগলবিল হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধ পরিদর্শন করেন। চলতি বছর এক হাজার ৭২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে ২০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩টি হাওরে ৭৪৫ কিলোমিটার ডুবন্ত ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ড।

## ধান কাটা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী



ধান কাটা কর্মসূচী উদ্বোধন করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম ডেকার হাওর ও শান্তিগঞ্জ হাওরের ধান কাটার উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। পানি সম্পদ উপমন্ত্রী বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সব সময় হাওরের কৃষকদের মুখে হাসি দেখতে চান। ফলে তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন কৃষকেরা হাসিমুখে তাদের ফসল ঘরে তুলতে পারেন। সেই লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এ বছরের জানুয়ারি থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন হাওরের সকল কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। প্রায় ০১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যাশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০২৩ অর্থ বছরে ১০৬৪ টি

প্রকল্পে ৭৪৭.৭৭ কিলোমিটার বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ করা হয়। আজ হাওরবাসির জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার ডেকার হাওরে শুরু হয়েছে বোরো ধান কর্তন উৎসব ২০২৩। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১ হাজার কম্বাইন্ড হারভেস্ট মেশিন দিয়ে ধান কাটা উৎসব শুরু করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টায় এবছর হাওরের কৃষকেরা হাসিমুখে তাদের ফসল ঘরে তুলতে যাচ্ছেন। আশা করি এ বছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এবং হাওরের কৃষকেরা তাদের ফসল হাসিমুখে ঘরে তুলতে পারবেন।

এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এস এম শহিদুল ইসলাম, সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী খুশি মোহন সরকার, সিলেট সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামী, সুনামগঞ্জ প ও র বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। রোদ বৃষ্টি আর বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ফসল ফলানোর উপযোগী করে তোলায় জন্য গড়েছিলেন ডুবন্ত বাঁধের বন্যা প্রতিরোধের দেয়াল। তাই আজ ফুটেছে কৃষকের মুখে অফুরন্ত আনন্দের হাসি। যুগ যুগ ধরে এমন হাসি অমলিন হয়ে থাকুক এটাই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাম্য।

# ডিজিটাল পদ্ধতিতে উন্নততর বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে

- নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়



## পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ সচিব নাজমুল আহসান বলেন, পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের নদী অববাহিকার ৭১ শতাংশ প্লাবন ভূমি রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বন্যার পূর্বাভাস দিতে পারলে প্রাণ এবং সম্পদের নিরাপত্তা, দেয়া সম্ভব। আর এজন্যই দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে উন্নততর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগি-

গতায় ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে DANIDA অর্থায়িত গবেষণা প্রকল্প বাংলাদেশের বর্ধিত বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ পরিষেবার সক্ষমতা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন। সচিব বলেন, ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ৫ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস উপাত্তকে প্রক্রিয়াকরণ করে উন্নততর প্লাবন মানচিত্রের সাহায্যে বন্যা শুরু হওয়ার তিন দিন থেকে তিন ঘণ্টা সময় আগে

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান

স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডেনমার্ক দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন অ্যান্ডার্স কার্লসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক নূরুল ইসলাম সরকার এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) মুহাম্মদ আমিরুল হক জুঁঞা।

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে নতুন মহাপরিচালক এর যোগদান



প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী প্রামানিক

প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী প্রামানিক ৩১ মে ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। উক্ত পদে যোগদানের পূর্বে তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে রাণীনগর উপজেলার আবাদ-পুকুর হাই স্কুল থেকে ১ম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৮২ সালে বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ থেকে ১ম বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮৭ সালে তৎকালীন বিআইটি, রাজশাহী (বর্তমানে রুয়েট) থেকে বি.এস-সি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্টের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন। ২০০৪ সালে ভারত সরকারের কলম্বো প্লান স্কলারশীপে ডেপুটেশন এ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রুরকী (IIT, Roorkee, India) থেকে এম.এস-সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজ

প্রকল্পে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। ৩৪ বছর চাকরিজীবনে তিনি তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, রংপুর; মুছুরী ইরিগেশন প্রকল্প, ফেনী; খুলনা-যশোর নিষ্কাশন প্রকল্প, কর্ণফুলী সেচপ্রকল্প, সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চল, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়িত যমুনা রিভার ব্যাংক প্রটেকশন প্রকল্প, বগুড়া, নকশা, জাপানি অর্থায়নে (JICA) রিভার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম এর প্রধান প্রকৌশলী এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, পর্তুগাল, ভিয়েতনাম ও ভারতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী প্রামানিক ১৯৬৪ সালে নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলার কয়াকুণ্ডি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন ফেলো।

# ৭ই মার্চের ভাষণ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস বিষয়ক আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং  
‘মহান স্বাধীনতা দিবস’ বিষয়ক আলোচনা সভা

**প্রধান অতিথি:** জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
**গেস্ট অব অনার:** প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, আইইবি  
**বিশেষ অতিথিবৃন্দ:** জনাব নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকৌশলী এস. এম. মঞ্জুরুল হক মঞ্জু, নব-নির্বাচিত সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি  
প্রকৌশলী মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
**মূল আলোচক:** বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ নূরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ এবং নব-নির্বাচিত ডাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি  
**সভাপতি:** প্রকৌশলী ড. মোঃ মিজানুর রহমান, সভাপতি, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, বাপাউবো এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

২১ মার্চ ২০২৩ মঙ্গলবার পানি ভবন মাল্টিপারপাস হল

বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



## পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

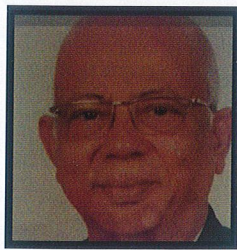
২১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিকেল ০৪.০০ ঘটিকায় পানি ভবনের ১১ তলার মাল্টি পারপাস হলে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক “বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস” বিষয়ক একটি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ ও

ধারাবাহিকতার উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। আলোচকগণ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতা দিবস এর উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে দেশের অগ্রযাত্রায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি, মাননীয়

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ.কে.এম. এনামুল হক শামীম এমপি

উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গেস্ট অব অনার জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও নব-নির্বাচিত সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং নূরুল ইসলাম সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রমুখ।



## পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী এবং নেদারল্যান্ডস এলামিনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ড. এম এ কাশেম ১৫ এপ্রিল ২০২৩ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

## শোক সংবাদ



## পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক মহাপরিচালক মু. মুখলেসুজ্জামান ঢাকার স্পেসালাইজড হাসপাতালে ৩ এপ্রিল ২০২৩ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্রসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের কাছে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়ার আবেদন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের চৌহালী থানার নিজ পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

## চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রম

চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে খাল ও নালায় ভেতর থাকা অস্থায়ী বাঁধগুলো চলতি মাসের মধ্যে অপসারণ করা হবে। আর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ শেষ হওয়া খালগুলো সিটি করপোরেশনকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া সিডিএর প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন জলকপাটগুলোরও (সুইসগেট) রক্ষণাবেক্ষণ করবে সিটি করপোরেশন।

খালগুলোর ভেতরে থাকা অস্থায়ী বাঁধ অপসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে বৃষ্টির সময় পানি দ্রুত নামতে পারে। আর যেসব খালের কাজ শেষ হয়েছে তা সিটি করপোরেশন বুঝে নেবে। তবে এক বছর সিডিএ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে সিডিএ দুটি, পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি ও সিটি করপোরেশন একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে।

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমের বিষয়গুলো হলোঃ তিন কিলোমিটার রিটেইনিং ওয়াল তৈরি করা, ১৯ কিলোমিটার ফ্লাট ওয়াল তৈরি করা, কর্ণফুলী এবং হালদা নদীতে ২৩ টি রেগুলেটর নির্মাণ করা। তাছাড়া জলাবদ্ধতা নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ৬৯ টি পাম্প হাউজ নির্মাণ করা। প্রতিটি পাম্প হাউসে প্রতি সেকেন্ডে দশ কিউসেক পরিমাণ পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে।

প্রতি বছর বর্ষা এলেই বৃষ্টিতে জলমগ্ন নগরীতে পরিণত হতো চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের জনগণকে তাই জলাবদ্ধতার কবল থেকে মুক্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের অনুমোদন দেন, যা চট্টগ্রামের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। মূলত চট্টগ্রামের জনগণের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পটি। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পটি অনুমোদিত হলেও এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড-কে। এরপর থেকেই চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজ দৃশ্যমান হতে শুরু করে। এর মধ্যে অনেকগুলো খালের অস্তিত্ব অনেকেংশে বিলীন হয়ে গেছে। যেসব খাল দিয়ে ভারি বা স্বল্প বর্ষণে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়।

এছাড়া নগরীর অনেকগুলো খাল ছিল বিভিন্ন দখলদারদের দখলে, নালা এবং ড্রেনগুলোও দখলে দূষণে প্রায় সংকুচিত ছিল। বিভিন্ন খাল দখল করে গড়ে উঠেছিল আবাসিক এবং

বাণিজ্যিক ভবন। কয়েকটি খাল তো নগরীর মানচিত্র থেকেই মুছে গিয়েছিল। এসব খাল, নালা দখলমুক্ত করে জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ শুরু করাটা অনেকখানি চ্যালেঞ্জিং ছিল। তারপরও দক্ষতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড। এমনকি করোনাকালীন সময়েও কাজ চলমান রাখাটা বেশ প্রশংসনীয়। দীর্ঘ সময় ধরে জলাবদ্ধতা নিরসনের চলমান কার্যক্রম অনেকটা এগিয়ে গেলেও নগরীর বেশকিছু এলাকা এখনো অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এ দুর্ভোগ থেকে জনগণকে মুক্তি

শেষ হলে চট্টগ্রামের জনগণ জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে।

নগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে নগরবাসীকেও সচেতন থাকার আহবান জানিয়ে গৃহস্থালি বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য খাল এবং নালায় না ফেলার অনুরোধ জানানো হয়। চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. শাহ আলী জানান। যেহেতু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবসময় চ্যালেঞ্জ নিয়েই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সদা সচেতন থাকে সেহেতু এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমিও প্রথম দিন থেকেই



পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি এর নিকট জলাবদ্ধতা নিরসন কার্যক্রমের বিষয় উপস্থাপন করেন প্রধান প্রকৌশলী

দিত্তে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই খালের ভিতর থেকে সকল মাটি ও আবর্জনা অপসারণ এবং খালের মুখের প্রতিবন্ধকতা দূর করার অনুরোধ জানানো হয়। বিশেষত নগরীর স্পর্শকাতর মুরাদপুর, ২নং গেইট, বহদারহাট, চকবাজার এবং চাকতাই এলাকার অবশিষ্ট কাজগুলো ত্বড়িৎ সম্পন্ন করা উচিত।

আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই চাকতাই খালের মুখে স্থাপিত সুইসগেটটি চালু করারও আহবান সকলের। তাছাড়া ফইল্যাটলী বাজার থেকে মহেশখালের মুখ পর্যন্ত কাজগুলো বর্ষা মৌসুমের আগে শেষ করতে পারলে নগরীর বিশাল একটি অংশ জলজট থেকে মুক্তি পাবে। তবে ইতোমধ্যে মহেশখালের দুপাশে রিটার্নিং ওয়াল এবং ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে। তাই এসব কাজের পাশাপাশি মহেশখালের মুখের সুইসগেটের দ্বার উন্মোচন করা এবং মহেশখালের শাখা খাল তথা ঈশান মিল্লী হাটের সম্মুখ অংশে আরেকটি সুইসগেট নির্মাণের কাজও শুরু করার আহবান জানান সুজন। এছাড়াও নগরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিজড়া খাল, মির্জা খাল ও রাজাখালী খালের কাজসমূহও শুষ্ক মৌসুমের মধ্যে শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ

সচেতন ছিলাম। প্রকল্পের কাজ শুরু করতে গিয়ে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সাধারণ জনগণের ভালোবাসা ছিল উল্লেখ করার মতো। তবে চট্টগ্রামে বর্তমানে যে কয়েকটি খাল চোখে দেখা যাচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পটি যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়ে সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন না করতেন তাহলে চট্টগ্রামের অবশিষ্ট খালগুলো অবশিষ্ট থাকতো কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

বিদ্যমান খালগুলোর অবস্থা সরজমিনে দেখতে গিয়ে দেখা যায় একসময় যে খালগুলো দিয়ে নৌকা চলাচল করতো সে খালগুলো ক্রমাগতই নালায় পরিণত হয়েছে। অনেকগুলো খাল সীটে আছে কিন্তু বাস্তবে নেই। খাল দখল করে বিশাল অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে। তার উপর দখল, দূষণ এবং ভরাট তো নিত্যসঙ্গী। খালের ভিতর মাচা তৈরি করে সবজি চাষ, বাঁশ রেখে খালকে সম্পূর্ণ ভরাট করে ফেলা হয়েছে। এ খালগুলোকে পর্যায়ক্রমে দখলমুক্ত করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডকে। বর্তমানে সকলের সহযোগিতায় খালগুলো অনেকটা দৃশ্যমান, খালের দুপাড়ে রিটার্নিং ওয়াল, ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। অনেক জায়গায় দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।

# হাওরে আগাম বন্যা এবং প্রতিকারের সহজ পাঠ

প্রকৌশলী মোঃ মাহফিজুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ময়মনসিংহ পণ্ডর সার্কেল বাপাউবো, ময়মনসিংহ

হাওর হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাটি আকৃতির বা উর্ধ্বমুখী চাকতি আকৃতির অগভীর নিম্নাঞ্চল (Bowl or Upper faced Saucer shaped shallow depressions Pocket)। হাওর শব্দটি সংস্কৃত শব্দ "সাগর" এর একটি অপভ্রংশ রূপ যার অর্থ সমুদ্র। বর্ষা মৌসুমে হাওরাঞ্চলের বিশাল জলরাশি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সমুদ্রের মত দেখায় বলে ইহাকে হাওর বলা হয়।

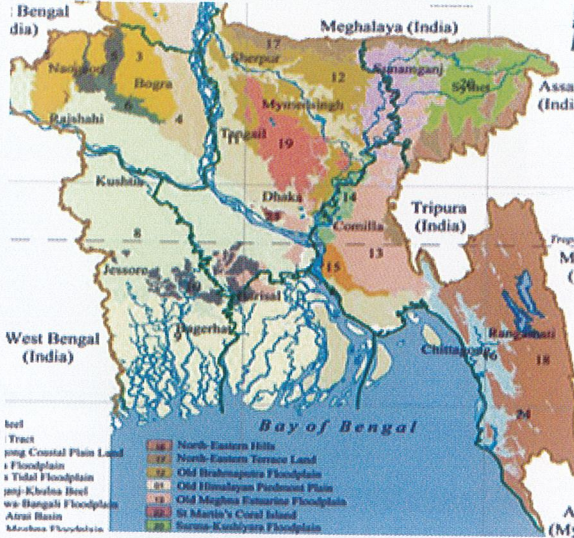
বিশ্ব পরিবেশ এর ভারসাম্য রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক জলাভূমিসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মৎস্যসহ বিভিন্ন জলজ জীববৈচিত্রের লীলাভূমি।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বের প্রাকৃতিক জলাভূমিসমূহ এবং সেগুলোতে জন্মানো জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইরানের শহর "রামসার" এ প্রথম বিশ্ব জলাভূমি সম্মেলন (World Wetland Convention) অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ১৭১টি দেশ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করে। ইহা World Wetland Convention অথবা Ramsar Convention নামে পরিচিত। বাংলাদেশ পরবর্তীতে এ Convention এ স্বাক্ষর করে। প্রতি ৩ বছর পর পর এ Convention অনুষ্ঠিত হয়।

এ Convention এর উদ্দেশ্য হলো জলাভূমির টেকসই ব্যবহার (Sustainable use of Wetland) নিশ্চিত করা যার অর্থ হলো জলাভূমির প্রাকৃতিক অবকাঠামোগত কোন ক্ষতি না করে, কোন দূষণ না ছড়িয়ে এবং উহার জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের (Flora and Funa) (জীববৈচিত্র) সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ, মৎস্য ও কৃষি উৎপাদনে টেকসই ব্যবহারসহ জলাভূমিকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো। এতদ্ব্যতীত, সারা বিশ্বে যে সকল জলাভূমি বিপন্ন জলজ প্রাণীর (Waterfowl habitat) বিচরণ ক্ষেত্র সেগুলোকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সংরক্ষণের জন্য Ramsar sites হিসাবে তালিকাভুক্তকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাবে সংরক্ষণ করা। বাংলাদেশের টাঙুয়ার হাওর এবং সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চল (সুন্দর বনের

পশ্চিমাংশের জলজ এলাকা) Ramsar sites এর অন্তর্ভুক্ত।

এতদ্ব্যতীত, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals- SDGs) এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার ১৪তম লক্ষ্যমাত্রাতেও (Goal 14: Life below Water) জলাভূমির

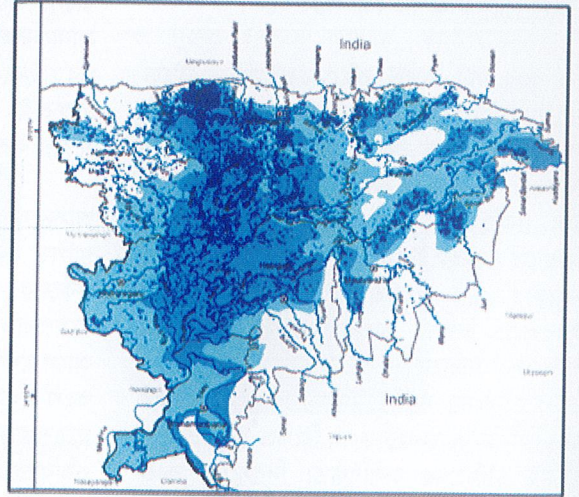


প্রাকৃতিক অবকাঠামোগত কোন ক্ষতি না করে এবং উহার জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের (জীববৈচিত্র) সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বলা হয়েছে এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববাসীর সাথে ২০৩০ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে SDGs বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশে মোট ৩৭৩ টি হাওর রয়েছে যা সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও বি.বাড়িয়া জেলায় ১৯.৯৯ লক্ষ হেক্টর এলাকা জুড়ে। বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের উৎপত্তি মধুপুর ট্র্যাঙ্কটের উত্থানের সাথে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা বদ্বীপ সৃষ্টির কারণেই। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে নিম্নাঞ্চলীয় পকেট (Depressions Pocket) তৈরী হয়েছে। মধুপুর ট্র্যাঙ্কট -এটি বাংলাদেশের উত্তর-মধ্য অংশে ৪,২৪৪ বর্গ কি.মি. এর একটি বৃহৎ উচ্চভূমি এলাকা, যা উত্তরে জামালপুরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে ঢাকা বিভাগের পূর্ব-দক্ষিণে ফতুল্লা এবং নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী

পর্যন্ত বিস্তৃত।

অপেক্ষাকৃত কম দূরত্ব, ব্যয় সাশ্রয়ী ও কার্যকরী (Feasible) বিবেচনায় বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বি.বাড়িয়ার সাথে মধুপুর ট্র্যাঙ্কট এর নরসিংদীর সাথে ভৈরবের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়িভাবে স্থল যোগাযোগ কাঠামো স্থাপন ফলে পূর্ব-দক্ষিণমধ্যাঞ্চলীয় মেঘনা অববাহিকার নিম্নাঞ্চলকে উত্তর- দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে ২ ভাগে বিভক্ত করেছে। ফলে কালক্রমে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা কাঠামো মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত উত্তর হতে দক্ষিণমুখী প্রবাহমান ছোট-বড় সকল নদী, খাল, নিম্নাঞ্চলসমূহ পলি ভরাট হয়ে পূর্ব-দক্ষিণমধ্যাঞ্চলীয় মেঘনা অববাহিকায় একটি উঁচু ভূমির উত্থান ঘটেছে। এর ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উজানে অবস্থিত ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চল ও তার অব্যবহিত ভাটিতে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর সিলেট জেলায় বৃষ্টিপাতের পানি সাগরে নিষ্কাশনের পথে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘনা অববাহিকার উজান অংশে নিম্নাঞ্চলীয় পকেট (Depressions



Pocket) সৃষ্টি হয়েছে, যা বাংলাদেশের হাওরাঞ্চল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উজানের ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চলের চেরাপুঞ্জি এবং তৎসং- লগ্ন এলাকায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। আবার বৃহত্তর সিলেট জেলার তিন দিক ঘিরে আছে ভারতের মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চল।



এ সকল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় এবং এ সকল এলাকার বৃষ্টিপাতের পানি মেঘালয় হতে গোয়াইন, সারী, লবাছড়া, বাহ উমিয়ান, বাহ উমঙ্গি, কিনশি, গোমেশ্বরী, সোমেশ্বরী প্রভৃতি নদী ও আসাম হতে সুরমা, বরাক ও মনু এবং ত্রিপুরা হতে খোয়াই প্রভৃতি নদ-নদী দিয়ে সরাসরি বৃহত্তর সিলেট জেলাঞ্চলে প্রবেশ করে যা হাওরাঞ্চলের নিম্নভূমিতে জমা হতে থাকে।

আমরা শুধুমাত্র আগাম বন্যা প্রতিরোধে হাওরাঞ্চলে বাঁধের পর বাঁধ নির্মাণ করে চলেছি, কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণের মাধ্যমে হাওরাঞ্চলকে বিভক্ত করণ তথা পোল্ডারাইজেশন করত: হাওরাঞ্চলের জলজ প্রাণীর অবাধ চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি করে চলছি, নিষ্কাশনে বাঁধা সৃষ্টির মাধ্যমে হাওরাঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতার প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। হাওরাঞ্চলে আগাম বন্যা

এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধিতে জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে উপকূলীয় অঞ্চলের বাঁধের ভিতরের ভূমি উঁচুকরণের চিন্তা ব্যতিরিক্তে অপরিণামদর্শী ভাবে শুধু বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলকে স্থায়ী জলাবদ্ধতায় পরিনত করনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে চলেছি, হাওরাঞ্চলেও জলনিষ্কাশনের বিষয়টি চিন্তা না করে আগাম বন্যা প্রতিরোধে বাঁধের পর বাঁধ নির্মাণ, কম্পার্টমেন্টাল বাঁধ নির্মাণ, পোল্ডারাইজেশন প্রক্রিয়া তারই ধারাবাহিকতা মাত্র।



মানচিত্রে বাংলাদেশের হাওরাঞ্চল ও ক্যাচরমেট এলাকায় বিস্তৃত নদীসমূহ

জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে বর্তমানে অসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত সংঘটিত হচ্ছে এবং স্বল্প সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের অপরিকল্পিত ও অদূরদর্শী যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে অন্যান্য অঞ্চলের মত দিন দিন হাওরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা প্রকট হয়ে উঠছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উজানে অবস্থিত ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রাক বর্ষায় বৃষ্টিপাত সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নদীগুলো দিয়ে উহার পাদদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মেঘনা অববাহিকা দিয়ে সে পানি সাগরে নিষ্কাশনে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে হাওরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে হাওরাঞ্চলের উঠতি বোরো ফসল পানিতে তলিয়ে গিয়ে ফসলহানীর ঘটনা ঘটছে।

প্রতিরোধকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু হাওরের পানি দ্রুত নিষ্কাশনের বিষয়টি চিন্তা করা হচ্ছে না। ফলে আমাদের এহেন কর্মকান্ড দ্বারা হাওরাঞ্চলকে আমরা স্থায়ী জলাবদ্ধতার দিকে

হাওরের পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা এবং হাওরে আগাম বন্যার কারণসমূহঃ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উৎসমুখ পলি ভরাট হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পানি প্রবাহ না থাকায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ বর্তমানে শুধু মাত্র মৌসুমী নদে পরিনত হয়েছে। অধিকন্তু, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ এবং টঙ্গী-নরসিংদী-ভৈরব সড়ক যোগাযোগ কাঠামো এবং কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া এবং কটিয়াদি হয়ে গাজীপুর, নরসিংদী ও ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে বিক্ষিপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের কারণে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়ার এগারো সিদ্ধু হতে কটিয়াদি পর্যন্ত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ একেবারেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং তার ভাটিতে ভৈরবে মেঘনা নদীর পতিতমূখ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ মরণঙ্গায় পরিনত



চিত্র: Google Map-এ ময়মনসিংহ- নেত্রকোণা- কিশোরগঞ্জ- ভৈরব এবং ঢাকা- নারায়নগঞ্জ- টঙ্গী- নরসিংদী- ভৈরব-আখাউড়া- বি.বাড়িয়াস্থল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দ্বারা তৈরী প্রতিবন্ধকতাসমূহ।

হাওরাঞ্চলের আগাম বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণের নামে বর্তমানে যে কর্মযজ্ঞ চলছে, তাতে শুধু অর্থ ও জনবলের অপচয়ই হচ্ছে না বরং বাংলাদেশের এ প্রাকৃতিক জলসম্পদের পরিবেশগত ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্যের আঁধারকে ধ্বংস করে চলেছে। এ সকল কর্মকান্ড সেই দৈনিক সোনার ডিম পাড়া হাঁস ও তার লোভী মালিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে হাওরাঞ্চলের বিরূপ পরিবেশগত সমস্যা চিন্তা না করে কিভাবে বর্তমানে আমরা বেশী বেশী করে লাভবান হতে পারি- শুধু সেদিকে যেন আমাদের যত খেয়াল ও কর্মযজ্ঞ।

ঠেলে দিচ্ছি- অচিরেই ইহা হতে জলনিষ্কাশনও হবে না, ফসলও হবে না, তখন জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস হবে এবং হাওর আমাদের আর কোন কাজে না এসে বাংলার দুগ্ধে পরিনত হবে। আমাদের এ ধরণের কর্মকান্ড দ্বারা ইতোমধ্যে আমরা আমাদের সংরক্ষিত জীববৈচিত্র্যময় জলাভূমি চলন বিল ধ্বংস করে দিয়েছি, ভবদাহকে স্থায়ী জলাবদ্ধতায় পরিনত করেছি

হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

তেমনিভাবে ব্রহ্মপুত্র নদের উক্ত অংশ হতে উৎপন্ন নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী জেলা দিয়ে নিম্নমুখী নদী-খালগুলোও মৃতনদী-খালে পরিনত হয়েছে।

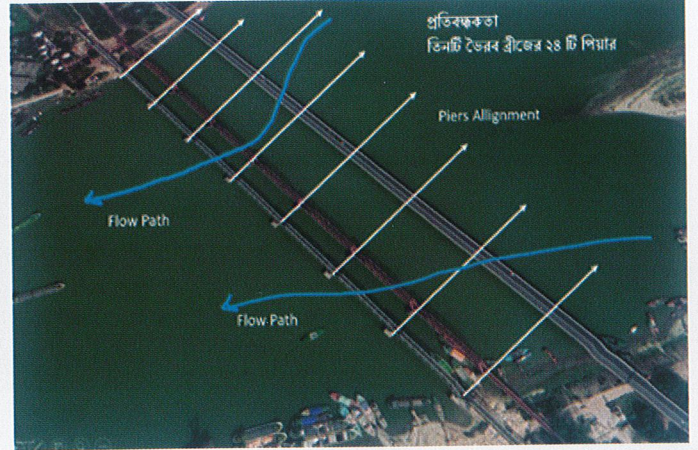
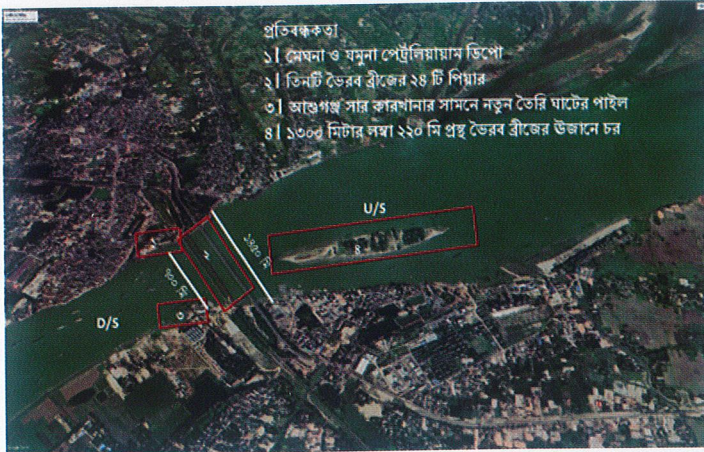
ভৈরব বন্দর শহরটি মেঘনা নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদের (বর্তমান পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের) মিলিত পয়েন্টের উজানে ত্রিভূজ আকৃতির স্থল অংশে গড়ে উঠেছে। ফলে মেঘনা প্রবাহিত হচ্ছে ভৈরব শহরের পূর্ব পাশ দিয়ে এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ যা এখন অর্ধমৃত তা মেঘনা নদীতে ভৈরব শহরের পশ্চিম-দক্ষিণ পাশ দিয়ে পতিত হয়েছে। পূর্বে ভৈরবের উজানে অবস্থিত কুলিয়ারচর উপজেলা সদর ও ভৈরব শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে মেঘনা নদীর একাধিক চ্যানেল ও নিম্ন ভূমি দ্বারা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রনদের

উল্লেখিত নিষ্কাশন অবকাঠামোসমূহ অত্যধিকভাবে সংকুচিত করায় সেগুলো ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ বা ভরাট হয়ে গিয়েছে। ফলে কিশোরগঞ্জ হতে ভৈরব পর্যন্ত হাওরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশনে বিকল্প চ্যানেলটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

একইভাবে আশুগঞ্জ হতে আখাউড়া রেললাইন এবং আখাউড়া হতে বি. বাড়িয়া পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের ফলে বর্তমানে এ অংশের উজানে হাওরাঞ্চল এবং ভাটির মেঘনা অববাহিকা ও তিতাস নদীর ভাটির

নদীর প্রবাহের গতিপথের দিক (Alignment) এর সাথে একই না হওয়ায় সাংঘর্ষিক হয়ে নদীর প্রবাহ পথ আরো সংকুচিত এবং প্রবাহ প্রচণ্ডভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

অধিকন্তু, মেঘনা নদীর উক্ত ৭০০ মিটার প্রস্থে ভৈরব রেল ব্রীজের নীচে ডানতীরের ভাটিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর ডিলার মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: ও যমুনা পেট্রোলিয়াম লি: তেল উত্তোলনের ডিপো অবস্থিতির কারণে সবসময় ২/৩ টি পেট্রোলিয়াম



চিত্র: Google Map-এ বামে চিত্রে ভৈরবের তিনটি ব্রীজের নিচ দিয়ে প্রবাহিত মেঘনা নদী ও উহার প্রতিবন্ধকতা এবং ডানের চিত্রে ব্রীজ তিনটির পিলারের Allinment ও নদী প্রবাহের Allinment দেখানো হলো।

সাথে সংযুক্ত ছিল (উক্ত এলাকার গুগল মানচিত্রে এখনো উক্ত অংশে ভাটির দিকে বন্ধ দুটি মরা নদী লক্ষ্যনীয়)। ফলে হাওরের বিশাল জলরাশির একটা অংশ বিশেষ করে বন্যার সময় অতিরিক্ত পানি উক্ত চ্যানেলসমূহ ও নিম্নভূমি দিয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে নিষ্কাশিত হতো। একইভাবে কুলিয়ারচর হতে উজানের কটিয়াদি পর্যন্তও হাওরের নদীগুলো/ভাটির অঞ্চলের সাথে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বেসিনের ছোট-বড় অনেকগুলো নিষ্কাশন খাল সংযুক্ত ছিল, যেগুলোও হাওরের জল পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হতো। আর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও উহা হতে উৎপন্ন আড়িয়াল খাঁ নদী এর দুটি বৃহৎ শাখা দিয়ে উহাতে হাওরের নিষ্কাশিত পানি ভৈরব বাজারের পশ্চিম- দক্ষিণ পাশ দিয়ে ভাটিতে মেঘনায় নিষ্কাশিত করত অর্থাৎ হাওরের পানি নিষ্কাশনে ভৈরবের উজানে মেঘনা ও ঘোড়াউৎরা নদী হতে উৎপন্ন হয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে পতিত চ্যানেলসমূহ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়া খাঁ নদী হাওরের পানি নিষ্কাশনে ভৈরব ব্রীজের নীচ দিয়ে প্রবাহিত মেঘনার বিকল্প চ্যানেল হিসাবে কাজ করত।

কিন্তু ময়মনসিংহ এবং নেত্রকোণা- কিশোরগঞ্জ- ভৈরব স্থল যোগাযোগ তথা সড়ক ও রেলপথ নির্মাণকালে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বেসিনের সাথে

অংশের সাথে সংযোগকারী ছোট নদী ও খালসমূহ ভরাট হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তিতাস নদী দ্বারা হাওরের কিয়দংশ পানি নিষ্কাশিত হয় বটে, তবে তা হাওরের আগাম বন্যার প্রকোপ হ্রাসে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। বর্তমানে বাপাউবো কর্তৃক তিতাস নদীর পুণঃখনন কাজ চলমান রয়েছে। খনন কাজ সম্পন্ন হলে উহা হাওরের পানি নিষ্কাশনে আরো ভূমিকা রাখতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে অসুবিধা হলো এ নদটি সরাসরি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত না হওয়ায় ইহা দ্বারা হাওরের পানি নিষ্কাশনে অনেক সময় ব্যয় হয় বলে আগাম বন্যা নিরসনে এর ভূমিকা একেবারেই সীমিত।

তাই বর্তমানে হাওরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের একমাত্র পথ ভৈরব ব্রীজের নীচ দিয়ে প্রবাহিত মেঘনা নদী। অথচ এ মেঘনা নদী কালক্রমে মানব কর্মে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে এবং বর্তমানে এর মাত্র ৭০০ মিটার প্রস্থ চ্যানেল দ্বারা পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। এই ৭০০ মিটার প্রস্থেও একেবারে লাগোয়া উজান ভাটিতে রেলপথের ২ টি এবং সড়ক পথের ১ টি ব্রীজ এর পিলার দ্বারা আরোও সংকুচিত হয়েছে তিনটি ব্রীজের মোট ২৪টি পিলার রয়েছে এবং পিলারসমূহের প্রস্থের দিক (Alignment)

নৌ- ট্যাংকার নোঙ্গরে থাকে, যেগুলোসহ ভৈরব নৌ-বন্দরের নোঙ্গর করে রাখা জাহাজ ও অবকাঠামোসমূহ হাওরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশনে প্রচণ্ড বাঁধার সৃষ্টি করছে এবং একইভাবে নদীর ঠিক অপর পাড়ে ভারত-বাংলাদেশ বানিজ্য জেটি নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছে সেটিও হাওরাঞ্চলের পানিনিষ্কাশনে প্রচণ্ড বাঁধা সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের এত বিশাল জলরাশি উপরে বর্ণিত ভৈরব ব্রীজসমূহের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত মেঘনা নদীর এই সংকুচিত এবং নিয়ন্ত্রিত পথেই নিষ্কাশিত হতে হয়। এর ফলে প্রাক বর্ষায় হাওরে আগাম বন্যা এবং বর্ষাকালে হাওরাঞ্চল ও এর সাথে সংযুক্ত জেলাসমূহের হাওর বর্হিভূত উজানের এলাকায় ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হচ্ছে।

আগাম বন্যা/বন্যা মোকাবেলায় বা এর প্রকোপ হ্রাসে হাওরাঞ্চলের নিষ্কাশণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল -

০১) পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদকে সারা বছর প্রবাহমান রাখার জন্য সক্রিয় করা এবং এর জন্য-  
(ক) জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ এ পুরাতন ব্রহ্মপুত্রনদের বর্তমান Intake পয়েন্ট এ পলি ভরাট স্থায়ীভাবে বন্ধ করার বা অনবরত পলি-

অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং উক্ত পয়েন্ট হতে বর্তমানে যতটুকু পর্যন্ত নদী পলি ভরাট হয়ে আছে উক্ত অংশের পলি অপসারণ করা/ পুনঃখননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) কিশোরগঞ্জ জেলার এগারোসিদ্ধি হতে মেঘনায় পতিত মূখ পর্যন্ত পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদ পুনঃখনন করা। নরসিংদী পওর বিভাগ বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক বর্তমানে আড়িয়াল খাঁ নদীর খনন কাজ চলমান রয়েছে, যা উজানে বর্তমানে মৃত নদ পুরাতন ব্রক্ষপুত্র হতে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রক্ষপুত্র নদের বর্ণিত অংশ (এগারোসিদ্ধি হতে ঠৈরবে মেঘনা নদীতে পতিত অংশ পর্যন্ত) খননের মাধ্যমে প্রবাহমান করা না হলে এ প্রকল্পের কোন সুফল আসবেনা বলে লক্ষ্যনীয়।

০২) ব্রক্ষপুত্রনদের বাম তীর হতে উৎপন্ননরসুন্দা নদীর দুটি শাখা (একটি শাখা ইশ্বরগঞ্জ উপজেলার আলী নগর-এ উৎপন্ন হয়ে ইশ্বরগঞ্জ উপজেলা সদর, নান্দাইল উপজেলা সদর হয়ে অপর আরেকটি শাখা যা ব্রক্ষপুত্র নদের ভাটির দিকে কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর এবং পাকুন্দিয়া উপজেলা সীমানায় উৎপন্ন হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করিমগঞ্জে একত্রে মিলিত হয়েছে) মিলিত হয়ে হাওরাঞ্চলের ইটনা উপজেলা সদরের ধনু নদীতে পতিত হয়েছে।

বর্তমানে নরসুন্দা নদীর উভয় শাখা একেবারেই মৃত ও বেদখল হয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। ব্রক্ষপুত্র নদ পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদে পরিনত হওয়ার পূর্বে নরসুন্দা নদীর উক্ত ২টি শাখা দিয়ে ব্রক্ষপুত্র নদ হতে ধনু নদীতে পানি নিষ্কাশিত হতো। কিন্তু বর্তমানে হাওরে আগাম বন্যার সময় (মার্চ-এপ্রিল-মে) পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদে কোন পানিই থাকে না এবং উক্ত সময়ে নদী প্রায় শুষ্ক থাকে। ব্রক্ষপুত্র নদের তলদেশের লেভেল (-) ১.০০ মি. পিডব্লিউডি এবং আগাম বন্যার সময় করিমগঞ্জের পাশে ধনু নদীতে পানির বিপদসীমা ৫.১৫ মি. পিডব্লিউডি অতিক্রম করে এবং হাওরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। নরসুন্দা নদীর উভয় শাখা পুনঃখনন করা হলে ধনু নদীর পানি ০.০০ মি. পিডব্লিউডি এর অধিক উচ্চতায় উপনীত হলেই ধনু নদীর পানি ব্রক্ষপুত্রনদে নিষ্কাশন শুরু হবে। উল্লেখ্য যে, ধনু নদীর সর্বনিম্ন পানি সমতল ১.৪০মি পিডব্লিউডি। সুতরাং নরসুন্দা নদীর উভয় শাখা পুনঃখনন করা হলে সারা বছরই হাওরের পানি ব্রক্ষপুত্র নদে নিষ্কাশিত হতে থাকবে। ফলে হাওরে বন্যার উপক্রম হওয়ার পূর্বেই বন্যা প্রতিরোধে নরসুন্দা নদীর উভয় শাখা সক্রিয় হয়ে আগাম বন্যা প্রতিহতে বিকল্প নিষ্কাশন চ্যানেল হিসেবে কাজ শুরু করবে।

০৩) কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার পূর্বপাশ দিয়ে আপার মেঘনা নদীর সাথে পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদের সংযোগ চ্যানেলগুলোর যে দুটি প্রলম্বিত মরা গাং বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোকে পূর্ণঃখনন করতঃ পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

এক্ষেত্রে, জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে, কিশোরগঞ্জ-ঠৈরবে রেল লাইনের উক্ত অংশের রেলওয়ের ব্রীজ দুটি এবং সড়ক পথের ব্রীজ দুটি প্রস্তুত করে পূর্ণঃনির্মাণ করার প্রয়োজন হবে।

০৪) তিতাস নদীর পূর্ণঃখনন কাজ চলমান থাকলেও উহাকে হাওরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের বিকল্প চ্যানেল হিসাবে কাজ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে পরিবর্তিত নকশায় পূর্ণঃখননের কাজ



চিত্র: Google Map-এ আগাম বন্যা/বন্যা মোকাবেলায় বা এর প্রকোপ হ্রাসে হাওরাঞ্চলের নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল প্রদর্শন করা হলো।

বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। উপরে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে হাওড়ের আগাম বন্যা প্রতিরোধ ছাড়াও দেশের মধ্যাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত একমাত্র অতীতের সক্রিয় পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদীটির পূর্ণঃজারণ ঘটবে, বর্ষা মৌসুমে উত্তরাঞ্চলের সংঘটিত বন্যা হ্রাসে যমুনা নদীর বাইপাস নদী হিসাবে কাজ করবে যা ঢাকা বিভাগসহ পদ্মা অববাহিকায়ও বন্যা হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখবে, দেশের পূর্ব মধ্যাঞ্চল (ঠৈরবে বাজার) ও মধ্য-দক্ষিণাঞ্চল (নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ডেমরা, ঢাকার পূর্বাচল, ঘোড়াশাল, গাজীপুর) এর সাথে পূর্ব-মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে, একই ভাবে উক্ত অঞ্চলসমূহের সাথে নরসুন্দা নদী দিয়ে সিলেট, সুনামগঞ্জ তথা বৃহত্তর সিলেট জেলার শহর-বন্দরগুলোর সাথে নৌ-চলাচল প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে সহজেই সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় পুরকাজের নির্মাণ সামগ্রী এবং হাওরাঞ্চলের উৎপাদিত ফসল ঢাকা জেলা ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে নৌ-পথে পরিবহনে বিপ্লব ঘটাবে।

অপর দিকে পশ্চিমে যমুনা নদী হতে পূর্বের হাওর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর ঢাকা জেলার মরে যাওয়া নদীগুলো ক্রমান্বয়ে পুনঃখননের

মাধ্যমে সক্রিয় করা যাবে এবং তাতে এতদাঞ্চলের নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থাসহ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ এর উন্নয়ন ঘটাবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা এই যে, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা হতে ভাটির দিকের নদীগুলো খননের মাধ্যমে ঐ সকল জেলা হতে ভাটিতে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে হাওরাঞ্চলের বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে। কিন্তু হাওরাঞ্চল নিম্নাংশের পানি নিষ্কাশনের প্রবন্ধকতাসমূহ অপসারণ না করে/পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে যদি হাওরাঞ্চলের উজানের নদীগুলো পুনঃখনন করা হয়, তবে উজানের দিকের হাওরাঞ্চলে কিছুটা বন্যার প্রকোপ কমতে পারে ঠিকই, কিন্তু হাওরের নিম্নাঞ্চলের জেলাগুলোর যেমন কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং বি. বাড়িয়ার বিস্তীর্ণ

হাওরাঞ্চল তো বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছেই, এর সাথে হাওরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট জেলাগুলো ও হঠাৎ হাওরের বন্যার পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। তাই হাওরাঞ্চলের নদীগুলোর পুনঃখননের প্রয়োজন আছে ঠিকই, তবে

সেগুলো হাওরাঞ্চল এর নিম্নাংশ হতে পানি নিষ্কাশনের ভাটির প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ করার পর/ পর্যাপ্ত নিষ্কাশন সুবিধা সৃষ্টি/পুনঃসৃষ্টির পর। মোটকথা যে কারণে বাংলাদেশের পূর্ব উত্তরাঞ্চলের নিম্ন ভূমিতে হাওর নামক ভূ-প্যাকেট সৃষ্টি হয়েছে, হাওরাঞ্চলের আগাম বন্যা হ্রাসে তা অপসারণ করা তথা প্যাকেট কেটে দেওয়া।

সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, হাওরের পানির নিষ্কাশনের ভাটির দিকে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ তথা বন্ধ হয়ে যাওয়া/ পলি ভরাট হয়ে যাওয়া নদী, খাল বিলসমূহ পুনঃখনন করতঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা হলে বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের বন্যার প্রকোপ ভালভাবেই হ্রাস করা সম্ভব হবে। এতে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের নামে অর্থের অপচয় যেমন রোধ করা সম্ভব হবে, তেমনি মানব জাতির অত্যাচার হতে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ মিঠা পানির বিশাল জলাভূমি সম্পদ এর পরিবেশ ও প্রকৃতি তথা হাওরাঞ্চলও রক্ষা করা সম্ভব হবে, Wetland convention এর শর্তসমূহ প্রতিপালিত হবে এবং বাংলাদেশ SDG অর্জনে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

সৌজন্যেঃ



(একটি পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক নিউজপোর্টাল)  
www.greenpage.com.bd (Bangla)  
www.thegreenpagebd.com (English)

## পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তনে কাজ করছে সরকার

- এ, কে, এম এনামুল হক শামীম, এমপি



পানি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র্যালীতে নেতৃত্ব দেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ, কে, এম এনামুল হক শামীম, এমপি

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ, কে, এম এনামুল হক শামীম, এমপি বলেছেন, ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মকভাবে কাজ করছে সরকার। বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা সুদূরপ্রসারী। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রণয়ন করেছেন ‘শতবর্ষী ডেল্টা প্ল্যান’ যার অধিকাংশ কাজ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। দেশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত রাখা এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দেশের নদ-নদীগুলো ড্রেজিং, নদী

তীর ভাঙন রোধ, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত হলে পানির সঠিক উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে রাজধানীর পানি ভবন থেকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। উপমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের মতে প্রায় ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানি এবং ৪ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ নিরাপদ স্যানিটেশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই সংকট জনস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পানি সম্পদ ও স্যানিটেশনের সংকট ও এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, জনসমর্থন, অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ সরকার ও

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় প্রয়োজন। এনামুল হক শামীম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা রূপায়নে নদীমাতৃক আবহমান বাংলায় পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ নূরুল ইসলাম সরকারসহ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। পরে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন উপমন্ত্রী।

### জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুন্সী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপপরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক : তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd